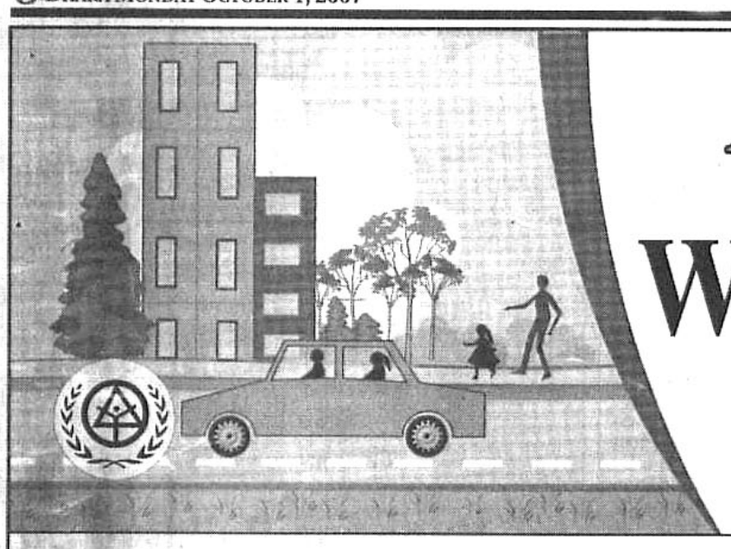

A safe city is a just city

World Habitat Day 2007

Ministry of Housing & Public Works
Government of the People's Republic of Bangladesh

1 October 2007

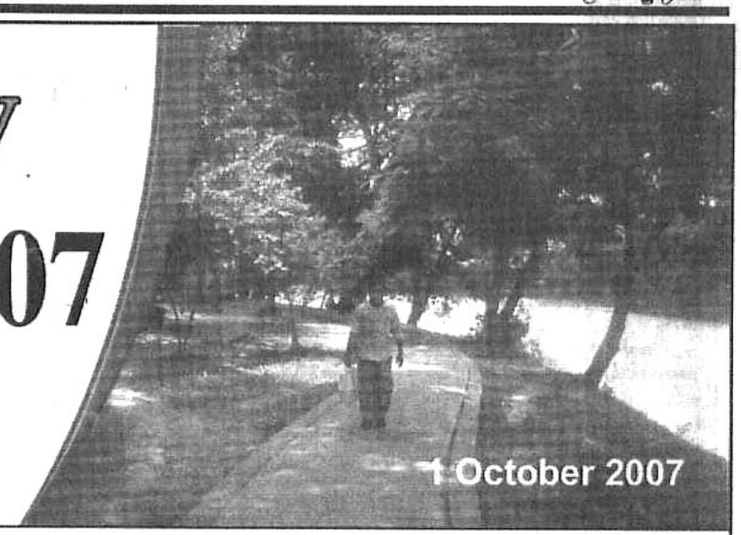

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
১৬ আশ্বিন ১৪১৪
০১ অক্টোবর ২০০৭

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশেও 'বিশ্ব বসতি দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। নিরাপদ ও সমৃদ্ধ নগরায়নের লক্ষ্যে এবারের প্রতিপাদ্য "A Safe City is a Just City"-নিরাপদ নগরই প্রকৃত নগর" যথাযথ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

পরিকল্পিত নগরায়ন উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির স্বাক্ষর বহন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠা নগরসমূহের সেবার মান বৃদ্ধি করে বসবাসরত জনগণের প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারলেই কেবল বিশ্বব্যাপী আদর্শ নগর গড়ে উঠবে। উন্নত বিশ্বে নাগরিক সেবার মান পর্যাপ্ত হলেও উন্নয়নশীল দেশে তা যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি নগরায়নও বাড়ছে। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে ক্রমবর্ধিষ্ণু নগরায়নের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। আদর্শ নগর পরিকল্পনা, পরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ, পরিবেশ উন্নয়ন, সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে আন্তঃসমন্বয় ইত্যাদি বিষয়সমূহ নিরাপদ ও কাঙ্খিত নগর সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে আমার বিশ্বাস। সুন্দর নগরায়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের পাশাপাশি আমি নগরবিদ, প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাওয়ার আহবান জানাই।

আমি বিশ্ব বসতি দিবস ২০০৭ উদযাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

উপদেষ্টা
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১ অক্টোবর, ২০০৭
১৬ আশ্বিন, ১৪১৪।

বাণী

আজ অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার। বিশ্ব বসতি দিবস। UN-HABITAT কর্তৃক ঘোষিত প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী পালিত হয় এই দিনটি। দেশের মানুষের বসবাসের এবং নিরাপদ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সকল নগরীয় সুযোগ সুবিধা তরান্বিত করতে হবে। দেশের প্রতিটি শহরে অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সুশৃঙ্খল নিরাপত্তা বাহিনী গঠনের মাধ্যমে বসবাসরত মানুষের নিরাপদ জীবন যাপনের গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা বিধান করা প্রতিটি সরকারের দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার দুর্নীতি মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এবারের জাতিসংঘ ঘোষিত মূল প্রতিপাদ্য "A safe city is a just city" বা "নিরাপদ নগরই প্রকৃত নগর" স্লোগানের সাথে আমরাও একাত্ততা ঘোষণা করছি।

দেশের ছোট শহর থেকে শুরু করে বৃহত্তম শহর গুলোকে যদি সকল সুযোগ সুবিধা সমূহের উন্নয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় তাহলে ঐসব শহর গুলোতে থাকবে না মানুষের ভয়-ভীতি, নিরাপদ গৃহায়ণের অভাব, বুদ্ধি-বৃত্তি বিকাশের অভাব তথা মানুষের কাংখিত চাহিদার অভাব। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির মাপকাঠির উপরও নির্ভর করে প্রতিটি জনপদের নিরাপত্তা বিধানের সক্ষমতার।

সুতরাং দেশের প্রতিটি মানুষের গনসচেতনতা বৃদ্ধির জনাও প্রয়োজন বুদ্ধিদৃপ্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং ঐ যোগ্যতার প্রয়োগের জন্য ক্ষেত্র চিহ্নিত এবং তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। তাহলেই নিরাপদ নগরই হয়ে উঠবে প্রকৃত নগর। নগরীয় জীবনে প্রতিনিয়ত যে সব সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন বর্তমান সরকার তার উন্নয়নে এবং বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ভবিষ্যতেও এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

আমি "বিশ্ব বসতি দিবস ২০০৭" উদযাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন)

A safe city is a just city
(নিরাপদ নগরই প্রকৃত নগর)

সালমা এ. শফি
সাম্মানিক কোষাধ্যক্ষ, নগর গবেষণা কেন্দ্র

বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে ইউএন-হ্যাবিটাট এর নির্বাহী পরিচালক বলেছেন, 'আমাদের পৃথিবী হিংস্রতা এবং দূর্যোগে ভারাক্রান্ত'। এর প্রমাণ আমরা দেখতে পাই নগরের ক্রমবর্ধমান হারে অপরাধ ও সহিংসতার ঘটনায়। তার সাথে আছে বস্তিউচ্ছেদ, প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট দূর্যোগ। তিনি এসব দূর্যোগ নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে সবার জন্য নিরাপদ এবং কাঙ্খিত নগর গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে ২০০০ সালে শতকরা ৯০ ভাগ সহিংসতার কারণে সংঘটিত হত্যাকান্ডের ঘটনাগুলোর ৩২.১ ভাগ ঘটেছে নিম্ন এবং মধ্য আয়ের দেশগুলোতে আর ১৪.৪ ভাগ ঘটেছে উন্নত দেশগুলোতে।

বাংলাদেশের শহরগুলো হচ্ছে ক্রমবর্ধমান দরিদ্র এবং ছিন্নমূল মানুষের বাসস্থান। এসব শহরগুলোর কোনটিই এই বর্ধিত জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান মানুষের আবাসন সুবিধা দেয়ার মত ব্যবস্থা রেখে পরিকল্পনা করা হয়নি। তার সাথে প্রধান মৌলিক চাহিদা যেমন, কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য নাগরিক সুবিধা প্রদানে নগর কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা নাগরিক জীবনে অস্থিরতা এবং অপরাধ বাড়িয়ে তুলছে। গুরুতর অপরাধ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ এর শিকার এবং ভুক্তভোগী নাগরিকের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার, দারিদ্র্য, বৈষম্য ও সুশাসনের অভাব রাজধানীসহ অন্য মেট্রোপলিটান শহর এবং ছোট, মাঝারি শহরগুলোতে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা তথা অপরাধ প্রবনতার মূল কারণ। নগরের সহিংসতা ও অপরাধের সাথে মূলত নাগরিক নিরাপত্তার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জড়িত, সেই সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় খাদ্য, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, বেকারত্ব প্রভৃতি সমস্যাগুলো প্রভার বিস্তার করে। শ্রেণী বৈষম্য, ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি, অর্থনৈতিক মেরুকরণ, দুর্বল পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়গুলো যদি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সামাজিক সমস্যা হিসেবে সমাধান করা না যায় তাহলে নগর কখনোই সর্বজন কাঙ্খিত এবং নিরাপদ হতে পারবে না। সামগ্রিক বিচারে নিরাপত্তার অভাব এবং অপরাধ বৃদ্ধির কারণসমূহকে সংক্ষেপে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ঃ

অর্থনৈতিক কারণঃ
১. ছিনতাই, চুরি, চাঁদাবাজির মত অপরাধের পিছনে সাধারণত অভাব এবং দ্রুত অর্থনৈতিক লাভের উদ্দেশ্য কাজ করে। বেকার, মাদকাসক্ত এবং উঠতি বয়সের বখাটে তরুণরা এধরনের কাজের সাথে জড়িত।
২. ছোট আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার এর উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ডাকাতি, দস্যুতা, অস্ত্রের মুখে ছিনতাই অহরহ ঘটছে। এক্ষেত্রেও, অর্থনৈতিক কারণ মুখ্য। তবে, সংগঠিতভাবে এধরনের অপরাধ ঘটে থাকে।

সামাজিক কারণঃ
৩. সামাজিক নিরাপত্তার ক্রমাবনতির পিছনে আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অভাব সবচেয়ে বেশি দায়ি।
৪. সামাজিক এবং তুলনামূলকভাবে দৈহিক দুর্বলতার কারণে আমাদের দেশের মহিলারা বিভিন্ন ধরণের অপরাধ এবং হয়রানির শিকার হয়।
৫. মহিলাদের মত শিশুরাও বিভিন্ন ধরনের অপরাধ এবং হয়রানির শিকার হয়। তবে, নিম্নবিত্ত পরিবারের মহিলা ও শিশুরাই সংখ্যায় বেশি। মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে এ ধরনের অপরাধের ঝুঁকি বেশি থাকে। সাধারণত মহিলা এবং শিশুরা পথ চলতে, যানবাহনে এবং এমনকি পার্কে বেড়ানো সময় নানা ধরনের অপরাধমূলক হয়রানির শিকার হয়ে থাকে।
৬. জনসংখ্যার অত্যধিক ঘনত্ব এবং তরুণদের একটি বিশাল অংশ বেকারত্ব এবং সচেতনতার অভাবে ভুল পথে পরিচালিত হয়ে নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক কারণঃ
৭. রাজনৈতিক দলগুলোর মতভিন্নতা এবং বৈরীতার বিরুপ প্রভাব সরকার এবং প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে পড়ে।
৮. শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যে, নির্মাণ প্রভৃতি খাত থেকে অবৈধ সুবিধা নেয়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দল এবং তাদের অঙ্গ সংগঠনগুলোর মধ্যে বিরোধ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নেয়।

আইন প্রয়োগের দুর্বলতাঃ
৯. আইনের শাসনের অভাব এবং অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের সহজলভ্যতার ফলে নগরে অপরাধ বেশি ঘটছে।
১০. অপরাধ নিয়ন্ত্রনে পুলিশের ভূমিকা আমাদের সমাজে প্রশ্নবিদ্ধ। অনেক সময়ই অপরাধের সাথে তাদের যোগসাজশ এবং সবলের পক্ষ নেয়ার অভিযোগ আইন রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকাকে বিতর্কিত করেছে।

বর্তমান সময়ে ক্রমবর্ধমান অপরাধ নিয়ন্ত্রনে রাখতে ব্যর্থ হওয়ার দরুণ নগর প্রশাসন সাধারণ জনগনের আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। অপরাধ এবং সহিংসতা নিয়ন্ত্রনে ব্যর্থতা মূলত সুশাসনের দুর্বলতার পরিচয় বহন করে। এর ফলশ্রুতিতে নাগরিক সমাজও বিকল্প উপায়ে নিজের নিরপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করছেন। যেমন ব্যক্তি মালিকানাধীন সিকিউরিটি কোম্পানী, নিরাপত্তা প্রহরী দল এবং বিত্তবানদের জন্য গেট নিয়ন্ত্রিত আবাসিক এলাকা। ব্যক্তিগত এই সব প্রক্রিয়ার উপস্থিতি নিরাপদ এবং কাঙ্খিত নগরীর সাথে মেলানো যায় না কেননা এর ফলে ক্ষমতার স্বীকৃতি এবং নগরে বিভাজন তৈরী হয়। আদর্শ নগর নিরাপত্তা, বিশ্বাস এবং স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাস করার পরিবেশ নিশ্চিত করে। সকলের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে নিচের বিষয়গুলোর জরুরী বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে নিরাপদ নাগরিক পরিবেশ নিশ্চিত করা যেতে পারে।

ক. দারিদ্র্য এবং বৈষম্য বিমোচন
নগর জীবন সবার জন্য নিরাপদ রাখার জন্য সরকার এবং নীতি নির্ধারণী মহল জরুরী ভিত্তিতে নিচের পদক্ষেপ সমূহ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা করতে পারে।
১. বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচী এবং পুনর্বাসনের মাধ্যমে নগর দরিদ্রদের আবাসনের নিশ্চয়তা দেয়া। পুনর্বাসন পরিকল্পনা এবং বিনা ক্ষতিপূরণে কোন উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণ না করা।
২. সকল নগর পরিকল্পনায় এলাকায় দরিদ্রদের জন্য বিশেষভাবে জায়গা বরাদ্দ করা। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান, কৃষি সামগ্রীর খোলা বাজার, হকার মার্কেট প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারণ করা।
৩. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত সংশ্লিষ্টদের (হকার, দিনমজুর, টোকাই এবং শ্রমজীবী মহিলা) কর্মকান্ডে সহায়তার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা রাখা।
৪. দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র ২০০৫ অনুসরনে সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। একইসাথে (প্রস্তাবিত) ন্যাশনাল আরবান সেক্টর পলিসি ২০০৬ জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা।

খ. নগরের নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নয়নঃ
নগরের উন্মুক্ত স্থান, পার্ক এবং সাধারণভাবে রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের বিশেষ করে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সকল পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান অপরাধ ও সহিংসতা কমাতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য প্রথমেই দরকার নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা গড়ে তোলা, নাগরিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং অপরাধ ও সহিংসতা রোধে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি সরকারকে সচেতনতামূলক কর্মসূচীর প্রচারণা চালাতে হবে। অতীতে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হত না। বর্তমান সময়ে স্থানীয় সরকারের নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত এবং স্বীকৃত। এর সাথে অন্য যেসব পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে, তা হল ঃ

১. নগর পরিকল্পনা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে জরুরী পদক্ষেপ
২. স্থানীয় পর্যায়ের অপরাধ ও সহিংসতা দমনে জনসাধারনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
৩. উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অপরাধ ও সহিংসতা নিরসনমূলক নীতিমালার সন্নিবেশ
৪. সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রন এবং প্রশাসনের জন্য "সুশাসন" নিশ্চিতকরণ।

নগরের অপরাধ ও সহিংসতা কিভাবে কমানো যায়-এর ওপরে ৬২টি দেশে 'সেফার সিটিজ প্রোগ্রাম' পরিচালিত এক জরিপের ফলাফল নিচে দেয়া হল। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে জরিপের মতামত বিবেচনার দাবি রাখে।

ক. নগর উন্নয়ন এর সাথে 'নিরাপত্তা' বিষয়টি কিভাবে একীভূত করা যায়?
■ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সুশাসনের উপর জোর দিতে হবে।
খ. জরুরী ভিত্তিতে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।
■ কর্মসংস্থান, সুশাসন এবং তরুণদের কাজে লাগাতে হবে।
গ. স্থানীয় পর্যায়ে সহযোগীতার সম্প্রসারণ
■ যেসব এলাকাবাসি নিরাপত্তার দিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ জীবন যাপন করে তাদের জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং 'স্থানীয় সরকার' প্রশাসন পরিচালনার নীতিমালায় অপরাধ নির্মূল বিষয়টি রাখা।
ঘ. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অপরাধ ও সহিংসতা দমনে সফল কর্মসূচির প্রচার এবং অনুসরণ।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৬ আশ্বিন ১৪১৪
০১ অক্টোবর ২০০৭

বাণী

মানুষের বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধান ও পরিবেশ উন্নয়নে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব বসতি দিবস ২০০৭ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এ বছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য - "A safe city is a just city" "নিরাপদ নগরই প্রকৃত নগর" দ্রুত নগরায়ন, নিরাপত্তা ও পরিবেশ সমস্যার প্রেক্ষাপটে তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সুন্দর, কর্মচঞ্চল, আবাসযোগ্য নিরাপদ নগর গড়ে তুলতে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ ও কাজে সুষ্ঠু সমন্বয় আবশ্যক। আমি এ জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, নগর পরিকল্পনাবিদ, সুশীল সমাজ, নগরের অধিবাসীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

আমি বিশ্ব বসতি দিবস-২০০৭ এর সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করি।

ডঃ ফখরুদ্দীন আহমদ

সচিব
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১ অক্টোবর, ২০০৭
১৬ আশ্বিন, ১৪১৪।

বাণী

আজ অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার। জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব বসতি দিবস। জাতিসংঘ এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হিসেবে "A safe city is a just city" বা "নিরাপদ নগরই প্রকৃত নগর" বিষয়টি নির্ধারণ করেছেন।

মানব জাতির কল্যাণে জাতিসংঘ ২০০০ সালে Millenium Development Goals বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে। নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে উক্ত লক্ষ্য সমূহ বাস্তবায়নের তাগিদ দিয়ে আসছে উক্ত বিশ্ব সংস্থা। যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বের নগর বসতি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন করে শান্তি-পূর্ণ বিশ্ব গড়ার প্রত্যয় অর্জন সম্ভব। মূলতঃ "Millenium Summit" এর লক্ষ্য অর্জনে এ বারের বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্যটির ব্যাপক তাৎপর্য রয়েছে।

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ সমূহের ন্যায় আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষ করে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নগরে গৃহহীনতা, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, সামাজিক অবক্ষয়, অবকাঠামো ও সেবা সুবিধাদির অপর্যাপ্ততা এবং অপরিকল্পিত নগর সম্প্রসারণের ফলে পরিবেশগত অবক্ষয় ইত্যাদি বিষয় সমূহ নিরাপদ নগরী গড়ার মূল অন্তরায়। দ্রুত এ সকল বিষয় থেকে পরিত্রাণের পন্থা বের করাই হচ্ছে এ বছরের বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্যের অন্যতম তাৎপর্য। আমাদের দেশে যেখানে সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগের করাল গ্রাসে গ্রামীণ ও নগর জীবন পর্যদস্ত সে প্রেক্ষিতে এবারের প্রতিপাদ্য **"নিরাপদ নগরই প্রকৃত নগর"** বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী। আমাদের নগরী গুলোকে আগামী দিনের জনসংখ্যার ধারণ উপযোগী করে পরিকল্পিত নিরাপদ নগর বসতির আবাসস্থলে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ভূমিকা রাখতে হবে।

এ বিষয়ে সরকার যথাযথ দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর।

(এ এস এম রশিদুল হাই)

Sponsored By:— Navana Real Estate Ltd.